৮

যীশু কেন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন?

আপনি কি বলবেন যখন আপনার শহরের রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন সাংবাদিক এসে আপনাকে প্রশ্ন করেন, "পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে ঘটা সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোনটি মহান বা সবচেয়ে বড় ঘটনা?" তাঁহাকে আপনি কিভাবে উত্তর দিবেন? মানব ইতিহাসে সকল ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা কোনটি? আমার উত্তর হবে প্রভু যীশু, যিনি আমাদের উদ্ধার কল্পে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

ইতিহাসের মহান ঘটনা হল– ঈশ্বরের পুত্র মাংসে মূর্তিমান হয়ে মানব হলেন। পৌল লিখেছিলেন যে, "যদিও যীশু ঈশ্বর-স্বরূপ ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয়ে জ্ঞান করিলেন না। তিনি আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, এবং মনুষ্যের সাদৃশ্যে জন্মিলেন" (ফিলিপ ২:৭)। যোহনের অনুসারে "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত এক জাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ" (যোহন ১:১৪)।

আমরা বলতে পারি যে, খ্রীষ্ট মানব ছিলেন এমন ভাবে যেন তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্ব ছিলনা এবং তিনি এমন ভাবে ঐশ্বরিক ছিলেন যেন তাঁহার মধ্যে মনুষ্য ভাব ছিল না। এতএব মনুষ্যদের সাথে যীশুর সম্পূর্ণ ভাবে মিল ছিল যে, তাঁহার মনুষ্য রূপে আসায় তিনি সকল মনুষ্যের মত জন্ম গ্রহণ করেন (লূক ২:৬), সমস্ত মনুষ্যের ন্যায় বয়সে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন (লূক ২:৪০), যে সমস্ত কষ্ট যাতনা মনুষ্য ভোগ করে তিনিও তাহা ভোগ করেছিলেন (ইব্রীয় ৫:৮,৯),

তিনি এমন একটি দেহে ছিলেন যাহা রোগগ্রস্ত হতে পারত, অবক্ষয় হতে পারত, এবং মৃত্যু হতে পারত; এমন শরীর যাহা ক্রুশে মেরে ফেলতে পারত (ফিলি ২:৮,৯)। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে একজন মানুষ ছিলেন, তাই তিনি মনুষ্য পুত্র হলেন। তবুও তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ঐশ্বরিক ছিলেন এবং সেহেতু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন (ইব্রীয় ২:১৪,১৭,১৮)। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সংযোগ ছিল মানব ও ঈশ্বরত্বের। তিনি মানুষ হয়েছিলেন ঈশ্বরত্বকে জলাঞ্জলি না দিয়ে, তিনি আমাদের মত হয়েও সম্পূর্ণ ভাবে ঐশ্বরিক ছিলেন।

যীশুর এই পৃথিবীতে আগমনের প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জাগরণ করেছেঃ- কেন তিনি যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবে এলেন? তাঁহার এই মানব মধ্যে প্রবেশ, আমাদের মাঝে জীবন যাপন এবং ক্রুশে মৃত্যু বরন করার কারণ কি? কেন ঈশ্বরের পুত্র নিজেকে অবনত করলেন এবং সম্পূর্ণ মানব হলেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর এক লাইনে সার-সংক্ষেপ-দেয়া যাবেঃ "তিনি এসেছেন তাঁহার সেবা, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান দ্বারা সকলকে আহ্বান করতে, তাঁহারই নামে মনুষ্যদের যাহাদের তিনি মণ্ডলী বলে অবহিত করবেন" (মার্ক ১০:৪৫; লূক ১৯:১০)।

অন্য কথায়, এই পৃথিবীতে তাঁহার আগমনের ফল হল, মণ্ডলী। যীশু কোন বই লিখেন নাই, কলেজ স্থাপন করেন নাই অথবা জাগতিক পরিবার গঠন করেন নাই। সত্যিকার ভাবে তাঁহার এই জগতে সেবা করার ফল ছিল মণ্ডলী। একমাত্র দেহ যাহা যীশু বলেছেন যে, তিনি গাঁথিবেন তাহা ছিল আত্মিক দেহ, যাহা এক বাক্যে প্রকাশ হল "আমার মণ্ডলী" (মথি ১৬:১৮)। একমাত্র ভিত্তি তিনি এই জগতের সেবা করার সময়ে স্থাপন করেছেন তা ছিল মণ্ডলীর জন্য। অতএব, মণ্ডলী হল একক সৃষ্টি যাহা যীশুর জাগতিক ঘটনা ছিল।

সু-সমাচারে প্রমাণ আছে

সু-সমাচার-এ জোরালো ভাবে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি সু-সমাচার যে দিকে ধাবিত ও নিরুপিত হয়েছে তাহা হল

মণ্ডলী, স্বর্গরাজ্য, যাহা যীশু তাঁহার মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের পরে প্রথম পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

যেকেহ যীশুর জীবন সু-সমাচার অনুসারে অধ্যয়ন করে, তিনি যীশুর সেবা কর্মে তিনটি বিষয় বস্তুর সম্মুখীন হবেন। (১) মিশন, যাহা তিনি সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। (২) যে পথে তাঁহার কর্ম প্রস্তুত করেছিলেন অন্য আরও কিছুর জন্য। (৩) যে পথে তাঁহার কর্ম চলতে থাকবে।

প্রথমত, সু-সমাচার প্রমাণ করে যে, যীশুর ব্যক্তিগত সেবা কর্ম সম্পন্ন করার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য মন স্থির করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রেরিতদের মনোনীত করার পরে, তাহাদের সমুদয় জগতে প্রচার সম্পন্ন করার জন্য এক বিশেষ আদেশ দেন নাই, কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এই বলে, "তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও" (মথি ১০:৫বি,৬)। আমাদের আশ্চর্য লাগে যে, তাঁহার কর্ম পলেষ্টিয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি রোমীয় সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশে কখনই যান নাই। তাঁহার মিশন সম্পন্ন হয়েছিল পৃথিবীর একটি ছোট এলাকায় প্রচার ও শিক্ষা দানের মাধ্যমে। যদি তাঁহার সময়ে সমস্ত জগতে প্রচার সম্পন্ন করার ইচ্ছা থাকত তবে যীশু সম্পূর্ণ অন্য পথে অন্য পরিমাপে এবং পদ্ধতিতে তাঁহার কর্ম চালাতেন।

দ্বিতীয়ত, সু-সমাচার প্রমাণ দেয় যে, যীশুর জীবন কর্ম এবং মৃত্যু ছিল অন্য কোন কিছু আগমনের প্রস্তুতি স্বরূপ। যীশু প্রচার করেছিলেন, "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল" (মথি ৪:১৭বি)। তিনি তাঁহার শিষ্যদের প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছিলেন, "তোমার রাজ্য আইসুক" (মথি ৬:১০এ)। যীশু খুবই সতর্ক ছিলেন যে, তাঁহার আশ্চর্য কাজের দ্বারা যেন অতিরিক্ত জন স্রোত না হয়ে পড়ে এবং, তাঁহাকে জাগতিক রাজা তৈরি না করেন। তিনি কখনও তাঁহার সময় সূচী সকলকে জানতে দিতেন না। যখন তিনি আশ্চর্য কাজ করতেন, যীশু অনেক সময় তাঁহার আশ্চর্য কাজের সাথে যুক্তদের বলতেন যেন তাহারা "অন্য

কাহাকেও না বলে” (মথি ৮:৪)।[1] তিনি বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করেন ও ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের প্রশিক্ষণ দান করেন, কিন্তু উহাতে প্রমাণিত হয়; যে কাজে তিনি তাহাদের প্রস্তুত করেছেন তাহা তাহারা তাঁহার চলে যাবার পরে করবেন (যোহন ১৪:১৯)।

তৃতীয়ত, সু-সমাচারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যীশুর কাজ অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। যীশু তাহাই করেছেন যাহা তাঁহার পিতা তাঁহাকে করতে পাঠিয়েছেন; কিন্তু পৃথিবীতে তাঁহার জীবন শেষে, তাঁহার শিষ্যগনদের কাছে তিনি আশা করেন এবং সেই মত তাহাদের প্রস্তুত করেন যেন তাঁহার ঊর্দ্ধে গমনের পরে তাহারা অন্য কিছুর জন্য প্রত্যাশা করে ও প্রকাশ পাবার জন্য অপেক্ষা করে। যীশু তাঁহার প্রেরিতদেরকে বলেছিলেন, “কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন” (যোহন ১৪:২৬)। তিনি অবশ্য আরও বলেছিলেন, “পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন” (যোহন ১৬:১৩)। পুনরুত্থানের পরে এবং ঊর্দ্ধে নীত হবার পূর্বে যীশু তাঁহার শিষ্যদের আদেশ করেন যেন তাহারা ঊর্দ্ধ হতে ক্ষমতা না পাওয়া পর্যন্ত যিরুশালেমের অপেক্ষা করেন। ক্ষমতা প্রাপ্ত হবার পরে তাহারা প্রচার করবে মন পরিবর্তনের ও পাপ ক্ষমার, সকল জাতির নিকটে, শুরু হবে যিরুশালেম থেকে (লূক ২৪:৪৬-৪৯)।

---

[1]আরো দেখুন, মথি ৯:৩০; ১২:১৬; ১৭:৯; মার্ক ১:৪৪; ৩:১২; ৫:৪৩; ৭:৩৬; ৮:৩০; ৯:৯; লুক ৪:৪১; ৮:৫৬; ৯:২১। J. W. McGarvey অদ্ভুত আদেশ “কাহাকেও বলিওনা” সম্পর্কে লিখেছিলেনঃ “প্রয়োজনের জন্যই উক্ত পদ্ধতী গ্রহন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন যেন অগনিত জনসাধারন অতি আকৃষ্ট হয়ে মেলেটারি ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা না করতে পারে, এবং উক্ত ঘটনা ঘটলে লোকদেরকে নমনীয় রাখা সম্ভব হইত না; যীশুর শিক্ষায় উহা স্পষ্ট হয়েছে (মার্ক ১:৪৫ দেখুন)। অনেক সময় বিপরীত কথা বলেছেন, আদেশ দিয়েছেন জনগনকে সব বলেদিতে যে তিনি তাহাদের জন্য কি করেছেন” (J. W. McGarvey, *The New Testament Commentary: Matthew and Mark* [N.p., 1875; reprint, Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co., n.d.], 75)।

প্রভুর কর্মের এই বৈশিষ্ট্য গুলি তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ও পরে স্পষ্ট দেখায় যে, এই পৃথিবীতে তাঁহার কর্ম ছিল তাঁহার রাজ্য, মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তোলার জন্য সকল বিষয় একত্রিত করা। মথি ১৬:১৮ পদে যীশু তাঁহার এই জগতের কর্মের ভার ঘোষণা করেন তাঁহার শিষ্যদের কাছেঃ "আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।" অতএব যীশু সু-সমাচার প্রচার করতে আসেন নাই; তিনি এসেছিলেন প্রচার করার জন্য যেন সু-সমাচার সৃষ্টি হয়।

Gutzon Borglum নামে একজন বিখ্যাত ভাস্কর (কারু শিল্পী) যিনি দক্ষিণ ডাকোটায় উল্লেখযোগ্য রুসমোর পর্বতে আশ্চর্য কর্ম খোদাই করেছেন, তিনি রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি. এর জন্য, আব্রাহাম লিংকনের মস্তকের মূর্তি খোদাই করেছেন। তিনি উহাকে তাহার চিত্রশালায় বসে একখণ্ড মারবেল পাথরের উপরে খোদাই করেন। কথিত আছে যে, একজন মহিলা যিনি প্রতিদিন সকালে উক্ত চিত্রশালা পরিষ্কার করতে আসতেন তিনি প্রথম বারের মত যখন ঐ জীবন্তের মত এমন মূর্তিটা দেখতে পেয়ে চমকিয়া দাঁড়ান এক মুহূর্তের জন্য এবং প্রশ্ন করেন, "ভাস্কর কি করে জানেন যে, লিংকন ঐ পাথরের স্তম্ভের মত দেখতে ছিলেন?" তাহার প্রশ্নের উত্তর হবে যে, Borglum যাহা দেখতে পান তাহা অন্যরা দেখতে পায় না। তাহার চোখ হল শৈল্পিক চোখ, সুনিপুণ হস্ত এবং দার্শনিক মন উহা প্রকাশ করার পূর্বেই তিনি স্তম্ভের মধ্যে মুখটি দেখতে পান।

সু-সমাচারের সাহায্যে আমরা তাহাই দেখতে পাই যাহা যীশু এই জগতে থাকা কালীন দেখেছিলেন। তাঁহার সেবা কর্মে দেখতে পাওয়া যাবে রাজ্যের আগমনের জন্য প্রস্তুতির দর্শন। তিনি উহা প্রচার করেছেন, উহার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং তাঁহার রক্ত দ্বারা উহা ক্রয় করেছেন।

উহা প্রেরিতদের দ্বারা স্বীকৃত

নতুন নিয়মের পুস্তক প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীর স্বীকৃতি দেয় যে, যীশুর কর্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পশ্চাতে ছিল মণ্ডলী সৃষ্টি, রাজ্য আনয়ন করা। সু-সমাচারে ঘোষণা করে এই সত্য এবং প্রেরিত ঐ ঘোষণার প্রমাণ দেয় জীবন্ত রঙ্গের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছাপ দিয়ে।

প্রভুর ঊর্দ্ধে গমনের দশ দিন পরে, পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদেরকে পবিত্র আত্মা দেয়া হয়েছিল আশ্চর্য ভাবে (প্রেরিত ২:১-৪); মৃত্যু, কবর এবং পুনরুত্থানের সু-সমাচার প্রথম বারের মত প্রচারিত হয়েছিল; এই সু-সমাচারে মনুষ্যদের আহূত করা হয়েছিল বিশ্বাসে, মন পরিবর্তনে এবং বাপ্তিস্মে তাহাদের পাপ ক্ষমার জন্য (প্রেরিত ২:৩৮; লূক ২৪:৪৬,৪৭); এবং তিন হাজার লোক সেই আহবানে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, প্রচারিত সেই বাক্য গ্রহণের মাধ্যমে এবং বাপ্তিস্ম নিয়ে (প্রেরিত ২:৪১)। অতএব, যীশুর কর্ম শেষে যেমন রাতের পরে দিন আসে তেমনি আমাদের প্রভুর মণ্ডলী সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রেরিতদের কার্যাবলীর বাকী অংশ বিশুদ্ধ প্রেমের শিখা স্বরূপ মণ্ডলী বিস্তার সম্পর্কে, যিরূশালেম হতে যিহুদীয়া, শমরিয়া এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সর্বত্র। যখনই প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীতে ঐশ্বরিক প্রচার প্রচারিত হয়েছিল, তখনই শ্রোতাগন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, প্রচারিত বাক্য গ্রহণের মাধ্যমে মণ্ডলীতে যুক্ত হয়ে। যখনই প্রেরিতদের কার্যাবলীতে মিশন যাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে, মণ্ডলী পৃথিবীর নতুন নতুন স্থানে প্রসারিত হতে থাকল। প্রেরিতদের কার্যাবলীতে পৌলের তিনটি প্রচার যাত্রায় পৃথিবীর সর্বত্র মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, যিরূশালেম থেকে ইল্লুরিকা পর্যন্ত (রোমীয় ১৫:১৯)। কেহই প্রেরিতদের কার্যাবলী পড়ে এই সিদ্ধান্তে না এসে পারবেন না যে যীশুর জাগতিক কর্ম ছিল মণ্ডলীর প্রকাশ।

একজন প্রচারক একদা বলেছিলেন, "এই পৃথিবীতে প্রচার করতে

যীশু যেভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের সেই একই ব্যবস্থা নিতে হবে। আসুন আমরা ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য বারোজন লোককে মনোনীত করি এবং ভবিষ্যৎ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেই। যীশু আমাদের দেখিয়ে ছিলেন কিভাবে পৃথিবীতে সু-সমাচার প্রচার করতে হয় তাঁহার সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে।" অবশ্যই যীশু যাহা যাহা করেছিলেন সব কিছুতে তিনি ছিলেন স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাঁহার কর্ম যদি পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করা হয় তবে অবশ্যই দেখা যাবে জগতে থাকাকালীন সময়ে তাঁহার পৃথিবীতে প্রচার কার্য্য করার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করা; এটা ছিল নকশা একত্রিত করে পরিকল্পনা তৈরি করা জগতে প্রচার কার্য্যের জন্য। তাঁহার কর্ম পদ্ধতিতে, তিনি যে সকল পথ বাছাই করেছিলেন তাহা তাঁহার মিশন পরিপূর্ণ করার জন্য যথার্থ ছিল, এমন মিশন যাহা পৃথিবী ব্যাপী প্রচারের চেয়ে আলাদা যাহা তিনি তাঁহার শিষ্যদের দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রভু যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে প্রেরিতদের দ্বারা অথবা অন্য ঈশ্বর-নি:শ্বসিত লেখকদের দ্বারা ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখতে পাই না। তাহারা প্রভুর প্রচার পদ্ধতি নকল করেন নাই; যে অন্য বারোজনকে একত্রিত করে শিক্ষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। পক্ষান্তরে, তাহাদের প্রচার এবং শিক্ষা দ্বারা, শিষ্যগন এবং অন্যান্য ঐশ্বরিক লেখকগণ সকল লোকদের মণ্ডলীতে আনয়ন করেছেন। মণ্ডলীর কার্য্যাংশ হিসেবে মণ্ডলীর দ্বারা এই নতুন খ্রীষ্টিয়ানদের যত্ন, শিক্ষা, উৎসাহ দান, সেবা-শিক্ষা এবং সু-সমাচার প্রচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রেরিতদের কার্যাবলী আমাদেরকে দেখিয়েছে যে, মণ্ডলী ছিল যীশুর জাগতিক কার্য্যের ফল। যীশুর জীবন নতুন নিয়মের শতকরা ৪৮ ভাগ পূর্ণ হয়েছে; অন্য ৫২ ভাগ পূর্ণ হয়েছে যীশুর জীবন, মরণ এবং পুনরুত্থান দ্বারা যাহা তৈরি হয়েছে- মণ্ডলী।

পত্রাবলী দ্বারা পুনঃ নিশ্চয়তা

খ্রীষ্টের জাগতিক জীবন, মৃত্যু প্রাকৃতিক ভাবে যে মণ্ডলী তৈরি করেছে তাহা নতুন নিয়মের পত্রাবলীতে দেখান হয়েছে। সু-সমাচারে এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছে, প্রেরিতদের কার্যাবলী বৃদ্ধি করেছে এবং পত্রাবলী উহা ব্যবহার করেছে। পত্রাবলী আমাদের দেখিয়েছে কিভাবে খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক দেহ হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে।

যাহারা খ্রীষ্টের কাছে বিশ্বাসে ও বাধ্যতার মনোনয়নের মাধ্যমে এসেছিলেন, পত্রাবলী তাহাদের জন্য লেখা হয়েছিল। তাহারা এমন এক সময়ে জীবন যাপন করেছিলেন যখন খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান ছিল সজীব। ঐশ্বরিক লেখকদের লেখা সংবাদ ছিল খ্রীষ্টকে প্রভু হিসেবে সম্মান দেখানো এবং তাঁহার মনুষ্য জীবনকে আমাদের মাঝে সঠিক ভাবে গৃহীত করা, মণ্ডলীতে আগমন করা এবং আমাদের তাঁহার মণ্ডলী হওয়া।

প্রতিটি পত্রে খ্রীষ্ট অনুসারীদের অনুরোধ করা হয়েছে খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক দেহ স্বরুপ জীবন যাপন করতে এবং সেবা কর্ম করতে। পত্রাবলী, যখন একত্রিত করা হয়, তখন উহা “পথ নির্দেশক মালা” প্রদান করে, সর্ব অবস্থায় এবং বিভিন্ন স্থানে কিভাবে খ্রীষ্টের মণ্ডলী হওয়া যায় এবং মণ্ডলীর মত করে জীবন যাপন করা যায়। উহা আমাদের জন্য শিক্ষা দেয় কিভাবে খ্রীষ্টের জাগতিক কর্ম আমাদের জীবনে ব্যবহার করা যায়।

আমরা যীশুর প্রভুত্বের কাছে নিজেদেরকে সঁপে দেই বাধ্যতা মূলক বিশ্বাসের দ্বারা তাঁহার দেহে প্রবেশ করে। পৌল এই বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াকে পরিধান করা অথবা খ্রীষ্টকে পরিধান করা বুঝিয়েছেন (গালা ৩:২৭)। পত্রানুসারে, কেহই যীশুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারে না যতক্ষণ না সে তাঁহার দেহে পরিত্রাণের বাপ্তিস্ম নিয়ে প্রবেশ করে; যাহার পূর্বে বিশ্বাস, মন পরিবর্তন, এবং যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকার করা অপরিহার্য।

আমরা তাঁহার জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে সম্মান করি তাঁহার

আধ্যাত্মিক দেহে অর্থাৎ মণ্ডলীতে ঈশ্বরের পরিবার হিসেবে একত্রে বসবাস ও উপাসনার মাধ্যমে। পৌল বলেছেন,

> যিহূদী ও অযিহূদীর মধ্যে, দাস ও স্বাধীন লোকের মধ্যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, কারণ খ্রীষ্ট যীশুর সংগে যুক্ত হয়ে তোমরা সবাই এক হয়েছ (গালা ৩:২৮)।

> কেননা যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য নয়, তেমনি এই অনেক যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (রোমীয় ১২:৪,৫)।

> ... যেন দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল যেন পরস্পরের জন্য সমভাবে চিন্তা করে৷ আর এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, এবং এক অঙ্গ গৌরব প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দ করে৷ তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক এক জন এক একটি অঙ্গ (১করি ১২:২৫-২৭)।

> আর সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি ভাঙ্গিবার জন্য একত্র হইলে পৌল পরদিন প্রস্থান করিতে উদ্যত ছিলেন বলিয়া শিষ্যদের কাছে প্রসঙ্গ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বক্তৃতা করিলেন (প্রেরিত ২০:৭)।

যখন আমরা ঈশ্বরের পরিবার এবং খ্রীষ্টের মণ্ডলী হিসেবে জীবন যাপন করতে এবং উপাসনা করতে না পারি, তখন আমরা খ্রীষ্ট যাহা করণার্থে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তাহার বিফলতা ঘটাই এবং তাহা ধ্বংস করি যাহা স্থাপন করতে তিনি মৃত্যু বরন করেছিলেন।

যীশু আমাদেরকে তাঁহার দেহ অর্থাৎ তাঁহার মণ্ডলী হতে আহবান করেছেন। কোন পত্রেই এই মত উল্লেখ নাই যে, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী ছাড়া তাঁহার অনুসারীগণ যে কোন ধরনের মণ্ডলী অথবা দেহ হতে পারবে। পত্রাবলী অনুসারে, যীশু একটি মাত্র পথ সৃষ্টি করেছেন তাঁহাকে অনুসরণ করার জন্য, একমাত্র পথ তাঁহাকে সেবা করার জন্য, একমাত্র পথ তাঁহার রক্ত ও পরিত্রাণকে গ্রহণ করার জন্য যাহা তিনি আমাদের দিয়েছেন। ঐ পথেই বিশ্বস্ততার সাথে তাঁহার আধ্যাত্মিক দেহে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে।

একটি ছোট মেয়ে ঘরের কোনে একটি বাইবেল পেল। সে সেটাকে তাহার মায়ের দিকে তুলে ধরে বলল, "মা এটা কি ধরনের বই?" তাহার মা বললেন, "ঐটা ঈশ্বরের বই, পবিত্র বাইবেল।" ছোট মেয়েটি নিরীক্ষণ করে উপদেশ দেয়, "কেন ইহাকে তাঁহার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিই না, যেহেতু আমরা কখনই ঐ বইটি ব্যবহার করি না?"

সত্য হল এই যে, আমরা ইহা পড়ি এবং এর পরেও উহা ব্যবহার করিনা। কথায় কথায় আমরা পবিত্র বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি, প্রতিদিন পড়তে পারি এবং এর পরেও ব্যবহার করতে পারি না। বাইবেলের ব্যবহার হল সত্যিকার অর্থে খ্রীষ্টের মণ্ডলী হয়ে ইহাকে হাতে কলমে অনুসরণ করা। বাইবেল আমাদের যা হতে বলে আমরা যখন তাহা হতে পারি, তখনই আমরা উহার সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার করি।

উপসংহার

সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম সংযুক্তভাবে শিক্ষা দেয় যে, মণ্ডলী খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক দেহ, খ্রীষ্টের সৃষ্টি যাহার জন্য তিনি মানব হয়েছিলেন। সু–সমাচার ইহার নিশ্চয়তা দেয় প্রত্যাশার সাথে প্রেরিতদের কার্যাবলী নিশ্চিত করে চিত্র এঁকে এবং পত্রাবলী আমাদের নিশ্চিত করে জীবনে হাতে কলমে ব্যবহার করে।

যেহেতু নতুন নিয়ম বলেছে যে, একমাত্র পথে তাঁহার প্রতি আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারি যিনি জীবন্ত ছিলেন, মৃত্যু বরণ করলেন এবং মৃত্যু থেকে উঠলেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার মণ্ডলীতে প্রবেশ করে এবং উহার বিশ্বস্ত সদস্য হিসেবে জীবন যাপন করে। এই ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন আসে তাহা হল এইঃ "আপনি কি তাঁহার দেহে আছেন?" জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কি মারাত্মক ভুলই না হবে এই জেনে যে আপনি জীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করেছেন। সম্ভবত আরও কিছু আপনাকে অধিক

দুঃখিত করবে– যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পুত্র এই জগতে এসেছিলেন তাহা হারিয়ে ফেলে। নিশ্চিত ভাবে নতুন নিয়ম ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত পরিত্রাণের বাক্য আমাদের দেয়া হয়েছে, যেমন নিশ্চিত ভাবে মনুষ্য বেশে যীশু এই পৃথিবীতে আসলেন, কেহ যদি সেই তাঁহার দেহে প্রবেশ না করে সে জীবন চলার শেষে শিক্ষা পাবে যে, পৃথিবীতে খ্রীষ্ট কেন এসেছিলেন তিনি তাহা বুঝতে ভুল করেছেন। এই উপসংহার হল সম্পূর্ণ নতুন নিয়মের সাধারণ শিক্ষা।

যখন খ্রীষ্ট তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষে এসেছিলেন, তিনি এই বলতে পারতেন যে, "পিতা, তুমি যাহা বলেছিলে আমি তাহা সমাপ্ত করেছি। আমাকে দেয়া তোমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি।" ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ঘিরে অল্প বৎসর জীবন যাপন উত্তম, তাঁহার দেয়া উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে; আত্মকেন্দ্রিক হয়ে দীর্ঘ জীবন যাপনের চেয়ে। জীবনের শেষে, অধিকাংশ লোক বলতে পারবে যে, "ঈশ্বর, এই পৃথিবীতে তুমি যে বৎসর গুলি আমাকে দিয়েছ আমি তাহা যাপন করেছি, এবং আমার যাহা ইচ্ছা ছিল শুধুমাত্র তাহাই করেছি। আমি যে মিশনের ইচ্ছা করেছি সেই মিশন সমাপ্ত করেছি।"

জীবন শেষে যেন আমরা এই কথা বলতে পারি, "প্রভু, আমি বাক্য থেকে দেখতে পেয়েছি যাহা তুমি আমার মধ্যে দেখতে চাও এবং করাতে চাও এবং আমি আমাকে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য উৎসর্গ করেছি। আমি সততার সঙ্গে এই পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করতে চেষ্টা করেছি এবং তুমি আমাকে যে পরিকল্পনা দিয়েছ সেই অনুসারে জীবন যাপন করেছি। আমি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী হিসেবে জীবন যাপন করেছি।"

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 282 পৃষ্ঠায়)

১। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল তাহার মধ্যে সবচেয়ে মহান বড় ধরনের ঘটনা কোনটি ছিল? আপনার উত্তরের জন্য কারণ দর্শান?

২। যীশু কি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে মানব ছিলেন?
৩। যীশু কি সম্পূর্ণ ভাবে ঐশ্বরিক ছিলেন অথবা আংশিক ঐশ্বরিক ছিলেন?
৪। যীশু কেন এই জগতে এসেছিলেন? কোন উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণ করতে তিনি এসেছিলেন?
৫। দেখান যে যীশুর কর্ম ছিল যাহা পরবর্তীতে আসবে তাহার জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেয়া?
৬। নতুন নিয়মের পত্রাবলীর কাজ কি?
৭। তাঁহার মণ্ডলীতে পরিণত না হয়ে আমরা কি যীশুর জীবনের জন্য যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারি?
৮। তাঁহার মণ্ডলী হিসেবে জীবন যাপন না করে এই পৃথিবীতে আমরা কি যীশুর দেয়া মিশন পরিপূর্ণ করতে পারব?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

মণ্ডলীতে যুক্তঃ ঈশ্বরের অনুসারীদের নিয়ে সৃষ্ট। যীশুর দেয়া মহা আদেশ অনুসারে সকল শর্ত যাহারা মান্যকরে ঈশ্বর তাহাদের পরিত্রিতদের দেহের সাথে যুক্ত করেন (প্রেরিত ২:৪১,৪৭)।

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীঃ একটি দালান বা ঘর নয়, কিন্তু যাহারা সু-সমাচারে বাধ্য হয়েছে এবং মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছে (প্রেরিত ২:৩৬-৪৭)।

পত্রঃ একটি চিঠি। অনেক নতুন নিয়মের পুস্তক (রোমীয়-প্রকাশিত বাক্য) খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য পত্র হিসেবে লেখা হয়েছিল।

সু-সমাচার প্রচারঃ যে প্রক্রিয়ায় সু-সমাচার সহভাগিতা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ২তীম ৪:৫ পদে তীমথিয়কে বলা হয়েছিল যেন সে একজন সু-সমাচার প্রচারকের কাজ করেন। "কিন্তু তুমি সর্ববিষয়ে মিতাচারী হও, দুঃখভোগ স্বীকার কর, সু-সমাচার প্রচারকের কার্য কর, তোমার পরিচর্যা সম্পন্ন কর।"

পরজাতিঃ অ-যিহূদী ব্যক্তি।

যিহূদীঃ যিহূদী গোত্রের লোক, অথবা ইস্রায়েলীয়; যাকোবের মাধ্যমে অব্রাহামের বংশগত।

ঈশ্বরের রাজ্যঃ মানুষের জীবনে এবং হৃদয়ে যীশুর রাজত্ব এবং শাসন।

ধার্মিকতাঃ পাপ অথবা অপরাধ বিহীন প্রকৃতি। যেহেতু মানুষের একার

পক্ষে "ধার্মিক" হওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করা এবং ধার্মিক গণিত হওয়া, ঈশ্বরের সাক্ষাতে সমস্ত পাপ পরিষ্কৃত হওয়া। খ্রীষ্টিয়ানগন ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা প্রতিদিন জীবন যাপন করে ঈশ্বরের সাথে এই সঠিক সম্পর্কটি প্রকাশ করে।